পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন

(বি.ই.এফ.আই এর অর্ন্তভুক্ত)

১৮এ ব্রাবোর্ণ রোড,কলকাতা-৭০০০০১

(রেজি নং -৪১৯৯)

তারিখ - ০৬.০৭.২০১৮

সকল সদস্যদের জন্য,

ইস্তাহার নং - ০৬ / ২০১৮

সাথী,

সাধারণ পরিষদের সভা

বিগত ১৭.০৬.২০১৮ তারিখে পদাধিকারীদের সভা ও ২৩.০৬.২০১৮ তারিখে সাধারণ পরিষদের সভাতে সংগঠনকে আরও অধিক শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাধারন পরিষদের সদস্যরা বহুলাংশে তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যাবস্থাকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ও অসৎ শিল্পপতিদের ব্যাংক লুটের পরিকল্পনাকে চরিতার্থ করার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য যে চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে চলছে,সে বিষয়ে সাধারণ পরিষদ গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে।বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের হাত ধরে তা এক চরম পর্যায় পৌছেছে।কিছুদিন যাবৎ অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ এর লেখচিত্র প্রবল ভাবে উর্ধ্বাভিমুখী। কেন্দ্রীয় সরকার এই অনাদায়ী ঋণ পুনরুদ্ধারের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করছেন না। উপরন্তু এই অনাদায়ী ঋণের একটা বৃহৎ অংশ মকুব করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নীরব মোদির কেলেঙ্কারি, ব্যাঙ্কে ফিনাকেল ৭ থেকে ১০ এ রুপান্তর ও ব্যাপক লোকসান এর কারণে আমাদের ব্যাঙ্কের শাখায় শাখায় নাভিশ্বাস উঠছে।

সাধারণ পরিষদের সভায় আলোচিত হয়েছে যে প্রতিটি সার্কেল অফিসে কোন কাজ সহজেই সমাধান করা যাচ্ছে না।নেতৃত্ব ধারাবাহিক ভাবে সমস্যা সমাধানের উদ্দ্যোগ নেওয়ার কারণে বিভিন্ন বিষয়ে কতৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এছারাও কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু নিম্নলিখিত বিষয়ের কোন আশু সমাধান হচ্ছে না

- ✓ করনিক / সাব স্টাফদের ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগ।
- ✓ ২০১৮ সালের স্পেশাল অ্যাসিট্যান্ট নির্বাচন।
- ✓ ২০১৮ সালে সাব স্টাফদের করনিক পদে পদোন্নতি
- ✓ আন্তঃ সার্কেল আবেদনের ভিত্তিতে বদলী।

শাখা প্রবন্ধকরা বিভিন্ন শাখাতে কর্মচারীদের ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য কোরছেন।কোন কোন শাখাতে কর্মচারীরা নিয়ম না জানার কারণে স্বেচ্ছায় এই কাজ কোরছেন। সংগঠনের ০৫/২০১৮ ইস্তাহারে এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও সদস্যদের এই বিষয়ে সর্তক করা হয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন শাখাতে আংশিক সময়ের সাফাই কর্মচারীদের বিনা পারিশ্রমিকে পূর্ণ সময়ের কাজ করানো হচ্ছে বিভিন্ন শাখাতে সাব স্টাফের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণে।

সাধারণ পরিষদের সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শাখা কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করা ও ক্লাস্টার কমিটির মাধ্যমে শাখায় শাখায় নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করার ব্যাপারে আরও বেশী যত্নবান হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আগামীদিনে সাধারণ সদস্যদের সংগঠনের কাজে আরও বেশী বেশী করে যুক্ত করা ও আরও বেশী সংখ্যায় জেলা ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১৯৯১ সালের পর থেকে আমরা ধারাবাহিক ভাবে বেসরকারীকরনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছি।আমাদের লাগাতার বিরোধিতার কারণে এখন ব্যাংক শিল্পের ৫১% শেয়ার সরকারি মালিকানায় রয়েছে। আমাদের ব্যাঙ্কে শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত হওয়ার পরবর্তীকালে প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা একদিনের ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলাম।আমরা সাধারণ পরিষদের সদস্য পর্যন্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।শেয়ার বিক্রির প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে বিজড়িত রাখলে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না।আমাদের ব্যাঙ্ক আবার কর্মচারীদের জন্য শেয়ার বিক্রির উদ্দ্যোগ নিতে চলেছে। সাধারণ পরিষদের সভায় ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত সংগঠনের পূর্বের সিদ্ধান্ত এবারও বহাল রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।।

এছাড়াও বিগত সময় কালে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের অধিকারের উপর আক্রমনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। ব্র্যাবোর্ণ রোডে দীর্ঘকাল যাবৎ অবস্থিত ইউনিয়নের সদর দপ্তরকে বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে কতৃপক্ষ আমাদের উচ্ছেদ নোটিশ জারি করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তা আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই বিষয়ে আমরা সর্তক দৃষ্টি রেখেছি। সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীদিনে কতৃপক্ষের অবস্থান অনুযায়ী আমাদের এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিংশতিতম দ্বি-বার্ষিক মিলনোৎসব

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা আমাদের বিংশতিতম দ্বি-বার্ষিক মিলনোৎসবের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। আগামী ডিসেম্বর / জানুয়ারীতে হবে মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
অন্যান্যবারের মতো এবারও কর্মচারীবন্ধু ও তাদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে আয়োজন করা হবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচী। কর্মসূচী সংক্রান্ত বিশদ বর্ণনা পরে জানানো হবে।

আমাদের এই বিংশতিতম দ্বি-বার্ষিক মিলনোৎসবকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন কমরেড অভিজিৎ সরকার ও কমরেড সন্দীপ পাল।

এই বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য প্রতিবারের মত এবারও সাংগঠনিক ভাবে কিছু উপসমিতি গঠন করা হয়েছে ও কয়েকজন কমরেডকে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে।

আহ্বায়কদের নাম নিচে দেওয়া হলোঃ

অফিস উপসমিতি (Office sub committee)
যুগ্ম আহ্বায়কঃ কমরেড নৃসিংহ প্রসাদ সরকার ও কমরেড সায়ন্তন চক্রবর্তী।
স্মারক পুস্তিকা উপসমিতি (Souvenir sub committee)
যুগ্ম আহ্বায়কঃ কমরেড রামতনু দত্ত ও কমরেড প্রবীর হালদার।
হল উপসমিতি (Hall sub committee)
যুগ্ম আহ্বায়কঃ কমরেড মলয় কুমার বালা ও কমরেড দীপক নস্কর।
অনুষ্ঠান উপসমিতি (Programme sub committee)
যুগ্ম আহ্বায়কঃ কমরেড বারিদ বরন দাস ও কমরেড সোমনাথ দাশগুপ্ত।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সমস্ত কর্মসূচীর দিনক্ষণ ও স্থান পরবর্তীকালে জানানো হবে।

স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে বিজ্ঞাপণদাতাদের দেয় চুক্তিপত্র (CONTRACT FORM) অনতিবিলম্বে ক্লাষ্টারের মাধ্যমে আপনাদের ইউনিটে পৌছে দেওয়া হবে।

সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা মিলনোৎসবকে অবশ্যই সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করে তুলবে-এই আশা রাখি।

অভিনন্দন সহ,

পিনাকী রঞ্জন চৌধুরী.
(পিনাকী রঞ্জন রায়চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক